বিদ্রোহী কবি নজরুলের সিলেট সফর

অরবিন্দ রায়, ১৬ই জুন ২০২০

কবি কাজী নজরুল দু'বার সিলেট সফর করেছেন। প্রথমবার ১৯২৬ এবং দ্বিতীয়বার ১৯২৮ সালে। ১৯২৬ সালে কবির সিলেট সফরে সিলেটে তেমন আলোড়নের সৃষ্টি হয়নি। দেওয়ান একলিমুর রাজা চৌধুরী লিখেছেন , কবি সিলেটে খাজাঞ্জী বাড়ীর গোবিন্দ মজুমদারের বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। কবি প্রায় একমাস অবস্থান করেন সিলেট শহরের নয়াসড়কস্থ রায়বাহাদুর রমণীমোহন দাশের বাড়িতে। সেইসময় কবি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন। অসুস্থ অবস্থায়ই তিনি কলকাতা ফিরে যান। সেবার কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান ছাড়া আর কোনো আনুষ্ঠানিকতার সাথে সম্পৃক্ত হতে পারেন নি।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে , সিলেটে এসে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে আইসোলেশনে থাকতে হয়েছিল। তাও আবার এক সপ্তাহ , দু সপ্তাহ নয় , পুরো একটি মাস। আজ থেকে ৯৫ বছর আগে , সেই ১৯২৬ সালে। বর্তমান সময়ে আমরা কোয়ারান্টাইন এবং আইসোলেশন শব্দ দুটির সাথে খুব বেশি পরিচিত হয়ে গেছি। সেটা অবশ্য হতচ্ছাড়া করোনা ভাইরাসের কারণে।

সাপ্তাহিক পত্রিকা "যুগবাণী" পত্রিকার ১৯২৬ সালের এপ্রিল সংখ্যা অনুযায়ী কবি নজরুল যখন কংগ্রেসের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সিলেট আসেন তখন হরেন্দ্র কুমার চৌধুরীর উদ্যোগে একটি সভার আয়োজন করা হয়। তখন কবি রায় বাহাদুর রমনী মোহন দাসের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেন।

তাঁর দ্বিতীয়বারের সিলেট সফর সিলেটের সর্বত্র আলোড়ন ও সাড়া জাগায় । দ্বিতীয়বারের সফরে তিনি সিলেট মাসাধিককাল অবস্থান করেন । এই সফরে শের এ বাংলা এ কে ফজলুল হক এবং জ্ঞান তাপস ড. মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ সম্মানিত অতিথি হিসাবে সিলেট সফরে আসেন । দেওয়ান মহম্মদ আশরাফ কাজী নজরুল ইসলামকে সিলেটে নিয়ে আসার ব্যাপারে লিখেছেন যে যখন তিনি সিলেটের মুরারি চাঁদ কলেজের ছাত্র তখন আজিরুদ্দিন তাকে কাজীকে সিলেটে আনার জন্য অনুপ্রেরণা দেন । ঐ সময়ে হঠাৎই একদিন খবর আসে কবি গৌহাটী থেকে চান্দপুর ট্রেনে যাচ্ছেন । তড়িঘড়ি সবাই মিলে কুলাউড়া স্টেশনে তাঁর সাথে দেখা করেন এবং সিলেটে আসার অনুরোধ করেন । কিন্ত অন্য কাজ থাকায় কবি রাজী হননি । এরপর ছাত্র নেতা অমিয় কুমার নন্দী ও আশরাফ সাহেবকে দায়িত্ব দেয়া হয় কবিকে সিলেট আনার । তখন সিলেটে অনুষ্ঠিত হওয়া একটি ছাত্র সম্মেলনে কবিকে নিয়ে আসার উদ্যোগ নেয়া হয় । " " পত্রিকার সম্পাদক শ্যাম সুন্দর চক্রবর্তী ও কবিকে আমন্ত্রণ জানান রাজা গিরিশ চন্দ্র হাইস্কুলে অনুষ্ঠিতব্য মিটিংয়ে । কিন্ত কবি আসতে পারেননি ।

১৯২৬ সালে সিলেটে কবি কাজী নজরুল ইসলামের সফর নিয়ে স্মৃতিকথা লিখেছেন খান বাহাদুর একলিমুর রাজা চৌধুরী , দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ , সরেকওম উবেদ উল্লাহ । 'সিলেটে নজরুল' নামে একটি তথ্যবহুল গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন অধ্যাপক নৃপেন্দ্র লাল দাস । এই সফরে সাথী হয়েছিলেন ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর পুত্র মোহাম্মদ সফিউল্লাহ ।

দু' বছর পরই এলো ১৯২৮ সাল । আসাম প্রাদেশিক স্টুডেন্টস এসোসিয়েশনের সম্মেলন সিলেটে অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় । কবির ১৯২৮ সালের সফর এবং অবস্থান অনেক ঐতিহ্যমন্ডিত । আসাম প্রাদেশিক মুসলিম স্টুডেন্টস এসোসিয়েশনের সম্মেলনে যোগ দিতে এলেও কবি সিলেটে তখন প্রায় একমাস অবস্থান করেন । গোয়ালন্দ থেকে স্টিমারে চাঁদপুর । চাঁদপুর থেকে ট্রেনে সিলেট এসে কবি নজরুল ইসলাম , সকালে পৌঁছেন। স্টেশনে অনুরাগীদের ভিড় । একে ফজলুল হককে রাখা হয় ডাকবাংলোতে । শহীদুল্লাহ উঠেন তাঁর প্রাক্তন ছাত্র সৈয়দ মোস্তফা আলীর বাড়ীতে । আর কবি নজরুল কে নিয়ে আসা হয় মকবুল হোসেন চৌধুরীর দরগামহল্লাস্থ ভাড়াটে বাসা 'ভাদেশ্বর লজে' । কবি এই বাসাতে মাসাধিককাল অবস্থান করেন । অতিথিরা যে দিন সিলেট পৌঁছেছিলেন ঐ দিনই বিকাল বেলা গিরিশ চন্দ্র বিদ্যালয়ে সভার আয়োজন করা হয় ।

নজরুল গান শুরু করার আগে একজন মৌলভী সাহের প্রশ্ন তুললেন - গান গাওয়া জায়েজ কি না ? কবি নজরুল জবাব দেয়ার আগেই শের এ বাংলা বললেন , গান গাওয়া গায়কের নিয়তের উপর নির্ভর করে । কবি মৌলভীর উত্তর দেয়ার আগেই ফজলুল হক সাহেব বলেন " গান গাওয়া নির্ভর করে গায়ক ও তাঁর গান গাওয়ার উদ্দেশ্যর উপর । গায়ক যখন মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে গান গাইতে থাকেন তখন গান গাওয়া জায়েজ । "

নজরুলের উত্তর হলো ঠিক কবিজনোচিত । কবি নজরুল শান্তভাবে বলেন " বসন্তে কোকিল আপনমনে গান গেয়ে উঠে । কাককে যখন তাড়ানো হয় তখনও সে তার গান বন্ধ করে না । আমাকে তাড়িয়ে দিলেও আমি গান গাওয়া বন্ধ করব না " । তখন চারদিক থেকে শোরগোল ওঠে : 'মৌলবি সাহেব, আপনি বসে যান ।' অগত্যা বাধ্য হয়েই মৌলবি সাহেব বসে পড়েন । নজরুলও গান গাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, অমনি আরো একজন মৌলবি সাহেব দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করেন : 'কবি সাহেব নামাজ পড়েন কিনা ।' ? নজরুল বললেন , এটা ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং অপরকে জিজ্ঞেস করার কিছুই নেই । এ প্রসঙ্গে নজরুল একটা মজার গল্প বলে ফেলেন । একদিন নাকি তাঁকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিল তিনি তাঁর স্ত্রীকে ভালোবাসেন কিনা । তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'এ কথাটির উত্তর আমার থেকে আমার স্ত্রী ভালো দিতে পারবেন । তাকেই জিজ্ঞেস করুন । সকলে হো হো করে হেসে ওঠে । এ সময়ে বোমার আওয়াজের মতো শোরগোল ওঠে : 'বসে যান বসে যান আপনারা । আমরা গান শুনতে এসেছি , ঐসব বাজে কথা শুনতে আসিনি ।' সরেকওম উবেদ উল্লাহ লিখেছেন, ঐ সময় কলকাতার 'হানাফী' পত্রিকায় কবিকে কাফের ফতোয়া দেয়া হয় । মকবুল হোসেন সাহেবের কাছে 'হানাফী' পত্রিকা আসতো । সঙ্গীত পিপাসু শ্রোতাবৃন্দের চাপে নজরুল গান ধরলেন । অতঃপর নজরুল তাঁর স্বাভাবিক সুরে গাইতে শুরু করেন :

"বাজলো কিরে - ভোরের সানাই নিঁদ মহলার আঁধার পুরে !
শুনছি আজান গগন-তলে অতীত রাতের মিনার চূড়ে।"

© Ishan Kotha

তিনি গাইলেন , ‘বাজলো কিরে ভোরের শানাই’ , ‘চল চল চল’ , 'মিঠা নদীর পানি’ ও ‘দুর্গম গিরি কান্তার মরু’ প্রভৃতি গান । মন্ত্রমুগ্ধের মত শ্রোতাগণ গান শুনলেন ।

সিলেটের মুসলিম সমাজ তখন কুসংস্কারাচ্ছন্ন । পর্দা প্রথার আড়ালে ঢাকা পড়ে আছে নারীদের অধিকার । ‘সংগ্রামী নারীর জীবনালেখ্য’ গ্রন্থে জোবায়দা রহিম চৌধুরীর সেদিনকার ভূমিকা বিস্তৃত পরিসরে উঠে এসেছে । গবেষক তাজুল মোহাম্মদের ভাষায় ‘১৯২৮ সালের কথা । সিলেটে অনুষ্ঠিত হবে মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের সম্মিলনী । অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বাংলার তিন ক্ষণজন্মা পুরুষ , ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের তিন দিকপাল । তাঁরা হলেন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম , বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এবং শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক । নির্ধারণ করা হলো মহিলা আসন । এর চারদিকে চিকের বেড়া দিয়ে তৈরি করা হয় পর্দা ব্যবস্থা । বোরখা পরিহিতা হয়ে মহিলারা বসবেন চিক দিয়ে ঘেরা অংশে । বিভিন্ন স্তরের মহিলারা হলেন আমন্ত্রিত ।'

কবি নজরুলের সিলেট সফরে মুসলিম নারীর প্রকাশ্য সভায় যোগদানের মাধ্যমে জাগরণের এক উজ্জল অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে । এর আগে মুসলিম নারীরা কোন সভা সমিতিতে প্রকাশ্যে যোগদান করেন নি । উবেদ উল্লাহ লিখেন , আমার মনে আছে সিলেটের মহিলারা তখন ভীষণ অবরোধের মধ্যে ছিলেন । কোথাও যেতে হইলে বোরকা তো পরতেনই তাহার উপর ঘেরা টোপ লাগান হইত । গাড়ী হইতে নৌকায় বা পালকিতে উঠিতে হইলে নৌকার মাঝি বা গারোয়ানদিগকে সরাইয়া দেওয়া হইত । তারপর আপনজনেরা পর্দা দিয়া দেয়াল সৃষ্টি করিয়া গন্তব্যপথ বেষ্টন করিয়া ধরিত । তখন মহিলারা বেষ্টনির মধ্যে দিয়েই চলাচল করিতেন । নজরুলের আগমন নারী সমাজে এমন আলোড়ন সৃষ্টি করে যে সিলেটের বিশিষ্ট ঘরের মহিলা মিসেস সিরাজ উদ্দীন এবং মিসেস জোবেদা আবদুর রহিম সকল অবরোধ ছিন্ন করিয়া পুরুষের সাথে প্রথম কাতারে প্রকাশ্য সভায় যোগদান করেন । বিভিন্ন স্তরের মহিলারা হলেন আমন্ত্রিত । এর মধ্যে ছিলেন জোবায়দা চৌধুরীও । সম্মিলনীতে নারী সমাবেশ ঘটানোর পরিকল্পনার বিরোধী ছিলেন জোবায়দা চৌধুরীর স্বামী দেওয়ান আবদুর রহিম চৌধুরী । তবুও সাদরে আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন জোবায়দা চৌধুরী ।

১৯২৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কবির এই সফর সিলেটে আলোড়ন প্রফেসর নৃপেন্দ্রলাল দাশ তার ‘সিলেটে নজরুল’ গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে অল্পবিস্তর আলোকপাত করেছেন । বইয়ের ৩২ পৃষ্ঠায় তিনি উল্লেখ করেছেন , ‘দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন এক বাধার বিন্ধ্যাচল অতিক্রম করে , সিলেটের অচলায়তনিক পর্দা ভেঙে , আব্দুর রশীদ চৌধুরীর স্ত্রী বেগম সিরাজুন্নেসা চৌধুরী ও আব্দুর রহীম চৌধুরীর স্ত্রী সভায় নজরুলের ভাষণ ও গান শুনতে যান । বেগম রহিম তো চিকের আড়ালে না বসে একেবারে হিন্দু মহিলাদের সারিতে গিয়ে বসেন । তার পিতা সরাফত আলী সভা শেষে সগর্বে বলেন , ‘প্রথম সারিতে এতক্ষণ বসে রয়েছে সে কার মেয়ে , আমারই থার্ড ডটার । আজকে সিলেটের ইতিহাসে এক নতুন চ্যাপ্টার দেখা দিল ।’

গবেষক তাজুল মোহাম্মদের ভাষায় , --মাইক্রোফোনের সামনে দণ্ডায়মান ঘোষকের কণ্ঠে ধ্বনিত হলো অনুষ্ঠান শুরুর ঘোষণা । এরপর বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের দরাজ কণ্ঠে পরিবেশিত হয় উদ্বোধনী সঙ্গীত । ঠিক তখনই ঘটে এক অভাবিত ঘটনা । মুহূর্তে হলভর্তি লোকজনের দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো নারী-পুরুষ আসনের মধ্যবর্তী স্থানে । চিকের বেড়া আর নেই সেখানে । উদ্বোধনী সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গেই এক টানে জোবায়দা চৌধুরী খুলে দিয়েছেন নারী আর পুরুষের মধ্যকার পর্দা । তখনকার বাস্তবতায় এটি কোনো সামান্য ঘটনা নয় । মুসলিম সমাজের কাছে তা ছিল অকল্পনীয় । বিস্ময়ের ঘোরমুক্ত হওয়ার আগেই ঘটে আরো আশ্চর্যজনক ঘটনা । জোবায়দা চৌধুরী ততক্ষণে খুলে ফেলেছেন তাঁর বোরখা । পুরোপুরি পর্দামুক্ত মহিলা হিসেবে নির্বিকার বসে আছেন তিনি ।

তবে নজরুলের সভায় প্রর্দা প্রথাকে এই দুই মহিয়সি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখালেও মৌলবাদীরা ঠিকই এর বিরুদ্ধচারণ করে । তারা প্রকাশ্যে সভা আহ্বান করেছিল এর বিরুদ্ধে । পরদিন টাউন হলে প্রতিক্রিয়াশীলদের সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন কৌড়িয়া মাওলানা সাহেব । প্রত্যেক বক্তাই এই ঘটনার নিন্দা করেন ।

সিলেটে এসে সিলেটের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য আর এখানকার মানুষের আতিথ্যে মুগ্ধ কবি সিলেটের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত হযরত শাহজালাল (রহ.) এর মাজার তথা গরগা প্রাঙ্গনে বসে কবি রচনা করেছেন একটি হামদ । সৃষ্টির উদাহরণ দিয়ে স্রষ্টার স্তুতি গেয়ে লেখা এই গজলটি বিখ্যাত একটি হামদে পরিণত হয় । গজলটির কয়েক লাইন নিচে তুলে ধরা হল -

এই সুন্দর ফুল সুন্দর ফল মিঠা নদীর পানি
খোদা তোমার মেহেরবানী ।
খোদা !

.....

তোমার হুকুম তরক করি আমি প্রতি পায়
তবু আলো দিয়ে বাতাস দিয়ে বাঁচাও এ বান্দায় ।

সিলেটে থাকাকালীন কবি প্রতিদিনই কোন না কোন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হতেন । কবি নজরুল ইসলাম নিজেই বলেছেন ,‘কেউ ভুলে না কেউ ভুলে অতীত দিনের স্মৃতি’। শ্রীভূমি সিলেটে যেমন বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন , তেমনি এসেছিলেন বাংলা সাহিত্যের আরেক দিকপাল , যৌবনের কবি , বিদ্রোহের কবি কাজী নজরুল ইসলামও । বিশ্বকবি এসেছিলেন নজরুলের প্রায় ৭ বছর আগে ।

২৪ মে , সালটা ১৯৭২ । মাত্র ছয় মাস হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশের । এমনই সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্যোগে কলকাতা থেকে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে নিয়ে আসা হয় বাংলাদেশে । স্বীকৃতি দেওয়া হয় বাংলাদেশের জাতীয় কবির ।১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট ঢাকার তৎকালীন পিজি হাসপাতালে (বর্তমানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতাল) চিকিৎসাধীন অবস্থায় কবি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন ।

(C) Ishan Kotha